খসড়া

বাংলাদেশের চিকিৎসা গবেষণার উন্নয়ন, সমন্বয় সাধন, মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধি এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু দেশের চিকিৎসা গবেষণার উন্নয়ন, সমন্বয় সাধন, মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনশক্তি বৃদ্ধি এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে চলমান স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট গবেষণার নৈতিক অনুমোদন, নিবন্ধন, সংরক্ষণ, অর্থায়ন, আধুনিকায়ন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশি -বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বাস্থ্য গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে একত্রে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম– (১) এই অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ অধ্যাদেশ, ২০২৫' নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) 'গবেষণা' অর্থ মানব বা মানবদেহ, স্বাস্থ্য, রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যা, মানব স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত সকল গবেষণা;
(খ) 'সভাপতি' অর্থ বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের সভাপতি;
(গ) 'সাধারণ পরিষদ' অর্থ ধারা ৫-এর অধীনে গঠিত সাধারণ পরিষদ;
(ঘ) 'নির্বাহী কমিটি' অর্থ ধারা ১২-এর অধীনে গঠিত নির্বাহী কমিটি;
(ঙ) 'পরিষদ' অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৫-এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Medical Research Council-BMRC);
(চ) 'পরিষদের কর্মচারী' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত চাকরির প্রবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী;
(ছ) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
(জ) 'বিধি' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি; এবং
(ঝ) 'প্রবিধান' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান।

৩। পরিষদ প্রতিষ্ঠা— (১) রাষ্ট্রপতির ০৬/০৩/১৯৭২ ইং তারিখের আদেশ নং-S-14/2C-20/72/103, পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৭/০১/১৯৭৪ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত No. S-X/2C-33/73/17 এবং স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের ৩১/০৮/১৯৭৬ তারিখের No ME-11/3-4/76/371 নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইহা একটি স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও উক্ত নামে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের কার্যালয়— (১) পরিষদের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।
(২) পরিষদ প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। সাধারণ পরিষদ গঠন— (১) বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(খ) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(গ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল;
(ঘ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

CamScanner

(ঙ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন ০১ জন প্রতিনিধি;

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন ০১ জন প্রতিনিধি;

(জ) সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস;

(ঝ) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর;

(ঞ) মহাপরিচালক, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর;

(ট) মহাপরিচালক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট);

(ঠ) সভাপতি, বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(ড) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ঢ) বিশেষায়িত সরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ ১০ জন;

(ণ) বিশেষায়িত বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত অধ্যাপক/অধ্যক্ষ সমপদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ ০৪ জন;

(ত) প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে জ্যৈষ্ঠ ৮ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের মধ্য হইতে প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত ০৪ জন;

(থ) অবশিষ্ট সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহ হইতে প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ ০৬ জন;

(দ) বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহের অধ্যক্ষগন কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে প্রবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ০৬ জন, যাহাদের মধ্যে একজন সামরিক মেডিক্যাল কলেজসমূহ হইতে হইবেন;

(ধ) সরকারি ডেন্টাল কলেজ থেকে প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত ০১ জন অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন একজন কর্মকর্তা;

(ন) বেসরকারি ডেন্টাল কলেজসমূহের অধ্যক্ষগন কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে প্রবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ০১ জন;

(প) নিম্নলিখিত পাবলিক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে ভাইস চ্যান্সেলর অথবা ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপকের নিম্নে নহেন) ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি;

(১) বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(২) চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(৩) সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(৪) রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়; এবং

(৫) খুলনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(ফ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৫ জন প্রথিতযশা চিকিৎসা বিজ্ঞানী, তন্মধ্যে অন্যূন ০২ জন নারী চিকিৎসা বিজ্ঞানী থাকিবেন এবং ০১ জন চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী থাকিবেন;

(ব) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, পদাধিকারবলে এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন এর কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ০১ জন প্রতিনিধি;

(ভ) বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি হইতে মনোনীত ০১ জন প্রতিনিধি;

(ম) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হইতে মনোনীত ০১ জন প্রতিনিধি;

(য) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ হইতে মনোনীত ০১ জন প্রতিনিধি;

(র) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন হইতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের স্বাস্থ্য অনুবিভাগের মনোনীত ০১ জন প্রতিনিধি;

(ল) পরিচালক, বিএমআরসি, যিনি পরিষদের সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) পরিষদের প্রয়োজনে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) জন নূতন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে, তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি পদাধিকারবলে সদস্য হইলে যতদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে আসীন থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত পরিষদে তাহার সদস্যপদ বহাল থাকিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসাবে কিংবা মনোনীত হিসাবে সদস্য হইলে তাহাকে প্রতিনিধিত্ব দানকারী কিংবা মনোনয়ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাহাকে প্রতিস্থাপন না করা পর্যন্ত তিনি সদস্য থাকিবেন।

(৫) প্রবিধান অনুযায়ী মনোনীত সদস্যগণ এবং ৫(১)(ফ) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত সদস্যগণ তিন বৎসর মেয়াদে মনোনীত হবেন।

CamScanner

৬। সাধারণ পরিষদের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, ট্রেজারার ইত্যাদি – (১) সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি (২) নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত অনুসন্ধান কমিটি দ্বারা সুপারিশকৃত প্যানেল হইতে সরকার কর্তৃক পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাহারা যথাক্রমে সিনিয়র সচিব ও সচিবের পদমর্যাদা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক বেতন ভাতাদি পাইবেন।

(২) অনুসন্ধান কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। যথাঃ

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, যিনি উক্ত কমিটির আহ্বায়ক এবং সভার সভাপতি হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়;

(গ) সদ্য সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ; এবং

(ঙ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ০১ (এক) জন সিনিয়র অধ্যাপক।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৪) অন্যূন ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুসন্ধান কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) অনুসন্ধান কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) অনুসন্ধান কমিটি সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ অথবা সদস্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হইতে পাঁচ (০৫) জনের একটি প্যানেল প্রস্তাব করিবে।

(৭) অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে ইহার সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৮) উপধারা (৫) এ বর্ণিত প্রস্তাবিত প্যানেল হইতে সরকার ০১ (এক) জন সভাপতি এবং ০১ (এক) জন সিনিয়র সহা-সভাপতি নিযুক্ত করিবে।

(৯) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ, তাঁহাদের মধ্য হইতে তিন বছর মেয়াদের জন্য পরিষদের একজন ট্রেজারার এবং একজন সহ-সভাপতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত করিবেন। তবে একই ব্যক্তি উক্ত পদে পরপর দুই মেয়াদের বেশী থাকিতে পারিবেন না।

৭। সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও ট্রেজারার পদে নিয়োগ দানের যোগ্যতাঃ – (১) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি পদে নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে:

(ক) বাংলাদেশি নাগরিক হইতে হইবে এবং বয়স ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর হইতে হইবে;

(খ) চিকিৎসক হিসাবে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে অন্তত ২৫ (পঁচিশ) বছরের নিবন্ধন থাকিতে হইবে;

(গ) কোন সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক বা সমপর্যায়ের পদে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) ট্রেজারার পদের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদমর্যাদার হইতে হইবে।

৮। সাধারণ পরিষদ সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধাঃ

সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ-

(ক) পরিষদের সকল সভায় যোগদানের অধিকারী হইবেন।

(খ) বিএমআরসি-এর সকল জার্নাল, তথ্যবহুল উপকরণ বিনামূল্যে অথবা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণের অধিকারী হইবেন।

(গ) নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নির্বাচিত করিবেন।

CamScanner

৯। **সাধারণ পরিষদের সভা-** (১) প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে ন্যূনতম একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) পরিষদের সভাপতির সম্মতিক্রমে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করিবেন;

(৩) সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচি উল্লেখ করিয়া নোটিশ জারি করিতে হইবে;

(৪) জরুরি প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কোন বিষয়ে বিবেচনার উদ্দেশ্যে তলবি সভা আহ্বান করিবার জন্য সভাপতিকে লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবেন। সভাপতি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৬) সাধারণ পরিষদের সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি, উভয়ের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি, এবং উক্ত তিনজনের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) সাধারণ পরিষদের সভায় কোরামের জন্য সর্বমোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে। তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১০। **সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি** — সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা-

(১) জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মেডিক্যাল, বায়োমেডিক্যাল, মলিকুলার, সেল্যুলার ও জেনেটিক্স, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা, মানব স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, অল্টারনেটিভ মেডিসিনসহ চিকিৎসা ও ঔষধ বিজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন গবেষণার সূচনা, অত্যাধুনিক গবেষণাগার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, পরিকল্পনা, পরিচালনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(২) স্বাস্থ্য গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন ও অনুদান প্রদান;

(৩) স্বাস্থ্য গবেষণা বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন এবং স্বাস্থ্য গবেষণা সংক্রান্ত নূতন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৪) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণার বিষয়াবলি এবং উহার অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(৫) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে-কোনো বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যৌথভাবে গবেষণাবিষয়ক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন এবং ক্ষেত্রমত সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(৬) জাতীয় গবেষণা সংক্রান্ত নৈতিক কমিটি (National Research Ethics Committee-NREC)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মানব স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত গবেষণার নৈতিক অনুমোদন প্রদান এবং গবেষণার নৈতিকতা নিশ্চিতকরণ;

(৭) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের Institutional Review Board (IRB)-সমূহ কার্যকরী করার নিমিত্তে পরিবীক্ষণ, অনুমোদন, নিবন্ধন প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন;

(৮) স্বাস্থ্য গবেষণা পদ্ধতিকে যুক্তিসংগত ও বাস্তবসম্মত রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে সহযোগী ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যপরিধি নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ;

(৯) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা সংক্রান্ত কোর্স, প্রশিক্ষণ বা গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিদের একাডেমিক সনদ বা সম্মাননা প্রদান;

(১০) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো ব্যক্তির অবদানকে মূল্যায়নক্রমে ফেলোশীপ, পদক বা সম্মাননা প্রদান;

(১১) পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন এবং এর জন্য প্রবিধান প্রণয়ন।

১১। **নির্বাহী কমিটি** – (১) সাধারণ পরিষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং সাধারণ পরিষদের পরিচালনা ও প্রশাসন উক্ত কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। সাধারণ পরিষদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত হইবে।
(২) নির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

১২। **নির্বাহী কমিটির গঠন**— (১) নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে -

(ক) সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাহী কমিটির সভাপতি হইবেন;
(খ) সাধারণ পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাহী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হইবেন;
(গ) সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি হইবেন;
(ঘ) সাধারণ পরিষদের ট্রেজারার নির্বাহী কমিটির সদস্য হইবেন;

CamScanner

(ঙ) সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত ১০ (দশ) জন সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য হইবেন; এবং

(চ) পরিচালক, বিএমআরসি, নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যগণ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন, তবে একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশী থাকিতে পারিবেন না। নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ পেশায় চিকিৎসক এবং বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

১৩। **নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলি, ইত্যাদি**— নির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:

(ক) জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা নীতি প্রণয়ন বা ক্ষেত্রমত সংশোধন বা পরিবর্তনের নিমিত্ত সাধারণ পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(গ) প্রতিবৎসর পরিষদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঘ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি এবং প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সাধারণ পরিষদ ও সরকারের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন;

(ঙ) ক্ষেত্রমতে সাধারণ পরিষদ ও সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পরিষদের অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদ বাতিলকরণ;

(চ) পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট উপস্থাপন;

(ছ) গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য অনুদান, বৃত্তি, ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) গবেষণায় দক্ষ জনবল সৃষ্টি বা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গবেষণা পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক কোর্স পরিচালনা করণ;

(ঝ) গবেষণার ফলাফল প্রচার ও প্রকাশ এবং গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ট) স্বাস্থ্য গবেষণার নৈতিকতা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠন ও নৈতিকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুমোদন, প্রবিধান প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষণ;

(ঠ) দেশে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের Institutional Review Board (IRB)-সমূহ কার্যকরী করার নিমিত্তে Memorandum of Understanding (MOU), রেজিস্ট্রেশন, অনুমোদন প্রদান এবং নিয়মিতভাবে উহাদের কার্যাবলি পর্যবেক্ষেণ করা;

(ড) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, দেশে অবস্থিত যেকোন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা, ঔষধ শিল্পসহ এ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের যে কোন Clinical/Drug Trial নিবন্ধন ও নৈতিক অনুমোদন প্রদানের শর্ত নির্ধারণ এবং নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রদান;

(ঢ) চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), টেলিমেডিসিন ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন;

(ণ) গবেষণার নিমিত্ত সংগৃহীত জৈব উপকরণ (Biological Materials) সংরক্ষণ এবং দেশ/দেশের বাইরে স্থানান্তর সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং অনুমোদন;

(ত) পরিষদ ও ইহার আওতায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের অনুমোদন;

(থ) পরিষদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

(দ) পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অপরাপর দায়িত্ব পালন।

১৪। **নির্বাহী কমিটির সভা**— (১) সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করিবেন। প্রতি ২ (দুই) মাসে নির্বাহী কমিটির অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে, তবে স্বল্প সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি, উভয়ের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি, এবং উক্ত তিনজনের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভায় কোরামের জন্য উক্ত সভার সভাপতিসহ সর্বমোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে; তবে মুলতবি সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী সদস্যের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভায় উক্ত সভার কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান যাইবে, এবং উক্ত ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

CamScanner

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটির সভা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারনে নির্বাহী কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব— (১) পরিষদের সভাপতি ইহার প্রশাসনিক প্রধান হইবেন। তিনি এই অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সভাপতি পরিষদের প্রয়োজনে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে গৃহীত কার্যক্রম পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। পরিচালকের নিয়োগ, দায়িত্ব ইত্যাদি— (১) পরিষদের একজন পরিচালক থাকিবেন, যিনি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পরিচালকের নিয়োগ, কার্যাবলী ও কর্মের পরিধি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) পরিচালক সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত পরিষদ পরিচালনা সংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। ট্রেজারারের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- (১) ট্রেজারার পরিষদের বাজেট প্রণয়ন, হিসাব সংরক্ষণ, হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) ট্রেজারার সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। কমিটি গঠন- (১) নির্বাহী কমিটি এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোন কার্য-সম্পাদনের ব্যাপারে উহাকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির এক বা একাধিক সদস্য বা পরিষদের এক বা একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত কমিটিতে পরিষদের বাহিরের কাহাকেও অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে।

(২) কমিটির দায়িত্ব, ক্ষমতা, মেয়াদ, সম্মানী, কার্য-পরিধি এবং অন্যান্য শর্তাবলী নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি উহার জন্য প্রবিধি প্রণয়ন করিবে।

১৯। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী— (১) পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে পরিষদের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পরিষদের সভাপতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধায়নে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ, বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। পরিষদের তহবিল— (১) পরিষদের নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা –

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;
(খ) পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বাৎসরিক বাজেটের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সরকারি অর্থ;
(গ) নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(ঘ) গবেষণা উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত আয় এবং পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে আয় বা মুনাফা;
(ঙ) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত ফিস, সার্ভিস চার্জ ও প্রশাসনিক ওভারহেড (Administrative Overhead) বাবদ আদায়কৃত অর্থ;
(চ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান;
(ছ) পরিষদের সম্পত্তি হইতে আহরিত আয়; এবং
(জ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(২) তহবিলের অর্থ পরিষদ-এর নামে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে। প্রয়োজনবোধে নতুন হিসাব খোলা, পরিচালনা ও বন্ধ রাখা যাইবে।

(৩) তহবিল হইতে পরিষদের কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, গবেষণা সংক্রান্ত উন্নয়ন ও কার্যক্রম এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) পরিষদের তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যয় করা যাইবে।

(৫) পরিষদের তহবিলের প্রতি বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পরিষদের সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

CamScanner

২১। **বাজেট**— পরিষদ, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ করিবে।

২২। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**— (১) পরিষদ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য পরিষদ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপধারা (২)-এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973)-এর Article 2(1) (b) তে গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা পরিষদের হিসাব-নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের হিসাব নিরীক্ষা মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সম্পাদন করিবেন। তাহা ছাড়া (৪)-এর অধীনে নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পরিষদের সকল রেকর্ড, দলিল, বার্ষিক স্থিতিপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সভাপতি, ট্রেজারার, পরিচালক, নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৩। **বাৎসরিক প্রতিবেদন**— পরিষদ প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ-বৎসরের গৃহীত গবেষণা প্রকল্প, সম্পাদিত কার্যাবলি এবং পরিষদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদির সার-সংক্ষেপ সংবলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নে ক্ষমতা**— এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **হেফাজত**— (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ০৬/০৩/১৯৭২ ইং তারিখের আদেশ নং-S-14/2C-20/72/103, পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৭/০১/১৯৭৪ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত No. S-X/2C-33/73/17 এবং স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের ৩১/০৮/১৯৭৬ তারিখের No ME-11/3-4/76/371 নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের সকল কার্যক্রম, ঋণ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দায় ও দায়িত্ব, জনবল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি, মামলা-মোকাদ্দমা ও আইনী কার্যদ্বারা এই অধ্যাদেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)-এর বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পূর্বতন পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই অধ্যাদেশে প্রতিষ্ঠিত পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকরিতে ছিলেন, তাহারা এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে পরিষদের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**— (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

CamScanner